দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. JUN. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সমীপে

আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানের সময় অনেক ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই। যাহার ফলে কোন বিষয় শিক্ষার্থীদের বোঝানো কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন পঞ্চম শ্রেণীর চলতি বৎসরের গণিত বইয়ের কথা বলা যায়। ইহার সপ্তম অধ্যায় সরল বিষয়ে ৩৫ পৃষ্ঠার উদাহরণ ৩-এর সমধান শেষে ৩৬ পৃষ্ঠায় নিয়মে লেখা আছে, প্রথমে ভাগের ও পরে গুণের কাজ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল, গুণ ও ভাগের মধ্যে ভাগের কাজ আগে করিতে হইবে। অবশ্য এই অধ্যায়ের সকল অঙ্কের সমাধানের ক্ষেত্রেই এই নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আমরাও এই নীতি মানিয়া চলি। আবার উক্ত বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় ভগ্নাংশের সরল অধ্যায়ে উদাহরণ ৩ ও ৪-এর সমাধান শেষে নিয়মে লেখা রহিয়াছে যে গুণ ও ভাগের মধ্যে যেটি আগে আছে সেটির কাজ বাম দিক হইতে ডান দিকে করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ৩৭ পৃষ্ঠার উদাহরণ ৬-এর সমাধান শেষে নিয়মে আছে, বন্ধনীর আগে যেখানে কোন চিহ্ন নাই সেখানে গুণ চিহ্ন ধরা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল, বন্ধনীয় কাজ শেষ করার পর বন্ধনীয় আগে কোন চিহ্ন না থাকিলে সেখানে গুণ চিহ্ন দিতে হইবে। এই নিয়মে গণিত বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠার ১৭ নম্বর অঙ্কের সমাধান করিতে গিয়া উক্ত অঙ্কের শেষের দিকে তৃতীয় বন্ধনীর কাজ শেষ করার পর ১৩০÷৫×১৩ হয়। এই অবস্থা ভাগের কাজ নিয়ম অনুযায়ী আগে করিতে হয় এবং ইহাতে ফল হইবে ৩৩৮। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বইয়ের ফলাফল তালিকায় বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই ফল দেখা যায় ২। এখানে ২ ফল হইলে বোঝা যায় যে, ভাগের চাইতে গুণের কাজ আগে করা হইয়াছে, যাহা নিয়মের ব্যতিক্রম প্রশ্ন হইল, যদি এই ফল ঠিক থাকে তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে? যাহা গণিত বইয়ের ৩৬ ও ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কোন নীতিতেই পড়ে না। নাকি ইহার ফল ভুল ধরিয়া নিব। এই ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, একই নিয়মের অঙ্কের সমাধান এক স্থানে ভাগের কাজ আগে অন্য স্থানে ভাগ এবং গুণের মধ্যে যেটি আগে আছে সেটির কাজ করিতে হইবে। এই বিষয়টি শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম করিতে সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। এই ক্ষেত্রে মনে হয়, যে কোন এক নীতি বা নিয়ম অনুসরণ এবং যেখানে বন্ধনীর আগে কোন চিহ্ন নাই সেখানে বন্ধনীর কাজ শেষে গুণ-এর পরিবর্তে 'এর' বসাইয়া অঙ্কের সমাধান করার নিয়ম সংশ্লিষ্ট উদাহরণে উল্লেখ থাকিলে তাহা অধিকতর সুবিধাজনক হইবে। এমতাবস্থায়, বিষয়টির প্রতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ.বি.এম. ছালেম
সহকারী প্রধান শিক্ষক,
শ্রীঘর উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।